দৈনিক
ইনকিলাব

28 MAR 2008

কলিকাতা বইমেলা ২০০৮

লেখক নয়, বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েই সফল হয়েছেন বাংলাদেশের প্রকাশকরা

কলকাতা থেকে কালীপদ দাস

কলিকাতার তথা পশ্চিম বাংলার পাঠক সে অর্থে খুব বেশি বিষয়-বিলাসী নয়। টিভি আর অন্যান্য ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে অভ্যস্থ চোখ সরিয়ে বাংলার পাঠক যেটুকু সময় পান, সেই সময়টুকু অধিকাংশই তারা ব্যয় করেন চটুল ফিকশন পড়ে। অর্থাৎ গল্প-উপন্যাস। প্রবন্ধ সাহিত্যে তাদের আগ্রহ চোখে পড়ার মত নয়। ফলে বাণিজ্যের কথা মনে রেখে প্রকাশকরাও প্রবন্ধের চেয়ে জনপ্রিয় লেখকদের ফিকশন ছাপার দিকেই নজর দেন বেশি। আরও সহজ করে বললে বলতে হয়- বিষয় নয়, লেখককেই বেশি প্রাধান্য দেন তারা। কিন্তু পরিচিত সেই অঙ্কটাই বার বার বদলে যেতে দেখি কলিকাতার বইমেলায় বাংলাদেশের স্টলগুলোতে। যেখানে বিষয় কেনার জন্য আগ্রহী ও মনোজ্ঞ পাঠকের ভিড় চোখে পড়ার মতো।

রাজনীতির পালা বদলে বাংলাদেশের প্রশাসনিক পটপরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু বইকে দেশের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পৌঁছে দেবার, গ্রামে-গ্রামে, পাড়ায়-পাড়ায় গ্রন্থাগার গড়ে তোলার বা প্রতিটি উৎসবে প্রিয়জনদের বই উপহার দেয়ার স্বাস্থ্যকর জিগির তোলার ব্যাপারে কাররই কোনও কমতি ছিল না। এতে উৎসাহিত হয়েছেন প্রকাশকরাও। ক্রয়যোগ্য দামের মধ্যে উন্নত বিষয়-সমৃদ্ধ ও সুখপাঠ্য বই প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রায় প্রতিযোগিতায়ই শুরু হয়েছে। আর তার সুফলও পাওয়া যাচ্ছে হাতেনাতে। বই বাজারে এসেছে নতুন জোয়ার। পাঠককে বই কেনাবার বা পড়াবার লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রকাশকদের ঐকান্তিক চেষ্টা কলিকাতার বইমেলা-২০০৮-এ তা থেকে খুব সঙ্গত কারণেই মুখ ফিরিয়ে নেননি পশ্চিম বাংলার পুস্তকপ্রেমীরাও।ঐ বই বা বিষয়-বিমুখতার যাবতীয় অপবাদ ঘুচিয়ে বাংলার মানুষ গত কয়েক দিনে বাংলাদেশের ২২টি স্টল থেকেই বিষয় কিনেছেন।

হুমায়ুন আজাদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ইমদাদুল হক মিলন, শামসুর রাহমান, রাহাত খান, সেলিনা হোসেন, রাবেয়া খাতুনের মতো হাতেগোনা দু'চারজন ছাড়া পাঠকদের এই বিষয় বিলাসে প্রায় কোনও লেখকই বাধা হয়ে উঠতে পারেননি। বিষয় বিক্রি করার এই অবিশ্বাস্য সাফল্য বাংলাদেশের প্রকাশকদের বিশেষ বিশেষ লেখকের প্রতি নির্ভরতা অনেকটাই কমিয়েছে। এমনকী বিষয় খোঁজা তার বিষয়ে বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশের বেশ কিছু প্রকাশক ভারতের অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের প্রতিও আগ্রাহান্বিত হয়ে উঠেছেন।

বাংলাদেশী স্টলের সামনে ক্রেতা-পাঠকের ভিড়

গিল্ড পরিচালিত কোলকাতা বইমেলার মতো অবয়বে ও কৌলিন্যে টেক্কা দিতে না পারলেও যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত বিকল্প বইমেলা, বইমেলা-২০০৮-এর বাংলাদেশের স্টলগুলোতে পাঠকের ভিড় চোখে পড়ার মতোই। শওকত আলির দলিল, আশরাফ সিদ্দিকির কিংবদন্তীর বাংলা, কামাল সিদ্দিকির বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র, স্বরূপ ও সমাধান, বাংলাদেশের ভূমি সংস্কারের রাজনীতিক অর্থনীতি, সৈয়দ আলী আহসানের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-মধ্যযুগ, ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসানের মানব সভ্যতার ইতিহাস, ওয়াকিল আহমেদের বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, মনু ইসলাম সম্পাদিত শিল্প সাহিত্যে সুন্দরবন, বদরুদ্দীন ওমরের পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, মহিবুল আজিজের বাংলাদেশের উপন্যাস গ্রামীণ নিম্নবর্গ বা মোমেন চৌধুরীর বাংলাদেশের মৌলিক আচার অনুষ্ঠান-জন্ম ও বিবাহ এবং অবশ্যই জসীম ও নজরুলের গ্রন্থের প্রতি কলিকাতার মানুষের বিপুল আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে প্রকাশক ও প্রকাশকদের প্রতিনিধি হয়ে আসা কর্তপক্ষও অভিভূত। উৎসাহিত মাওলা ব্রাদার্স, অন্য প্রকাশ, অনন্যা, বিদ্যাপ্রকাশ, অনুপম, মদীনা পাবলিশার্স, ঢাকা টাউন লাইব্রেরী, স্টুডেন্ট ওয়েজ ইত্যাদি প্রকাশনা সংস্থার কর্তারাও।

এই বিপুল আগ্রহের রহস্য কী? প্রকাশকদের সাথে কথা বলে যতটুকু জানা গেল, তা থেকে বলাই যায়, বইকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার যে উদ্যোগ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীরা নিয়েছিলেন এবং মানুষকে বইমুখো করে তোলার যে বাস্তব পরিকল্পনা তারা গ্রহণ করেছিলেন, বাংলাদেশে তার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে। বইমেলায় আরও বেশি পাঠক-প্রকাশকদের অংশগ্রহণ, বইয়ের ব্যাপক বিপণন, গ্রন্থপাঠ ও প্রকাশের উন্নতিসাধন, সঠিক বিষয় নির্বাচন আর লেখক ও পাঠকের মনে আরও বেশি সমন্বয় সাধন- এই হল তাদের দেশীয় বীজমন্ত্র। আর সেখানে তারা সফল। জোর দেয়া হয়েছে শিশু সাহিত্যের উপরও। কলিকাতায় তসলিমাকে নিয়ে মাত্রারিক্ত মাতামাতিকে মোটেই গুরুত্ব দিতে চান না তাদের অনেকেই। এ ব্যাপারে কলকাতা তথা ভারতের গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকার কড়া সমালোচনা করতেও তারা ছাড়েননি। ব্যতিক্রমী দু'একটি ঘটনার কথা বাদ দিলে স্বীকার করতেই হবে, বিষয়-বৈচিত্র্যে বাংলাদেশের প্রকাশকরা ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। নকলের দিন শেষ। সিনেমা-টিভির বহুকথিত অজুহাত তুলে এবার বোধ হয় কলিকাতার প্রকাশকদেরই সময় এসেছে তাদের কাছ থেকে বাজার দখলের বিজ্ঞানটি শিখে নেয়ার।